কর্মকর্তাদের প্রতি অবৈধ সুপারিশ গ্রহণ না করার আহবান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান বলেছেন, জনগণের জন্য যেসব কাজ করা সম্ভব, সেগুলো কোনো ধরনের অবৈধ তদবির (সুপারিশ) বা ফোন ছাড়াই সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এমপির সামনে তুলে ধরেন।

এমপি বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সহযোগীতা নিয়ে এখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানরা তাদের দপ্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আমির খানজাহান আলী ও সেকেটারি খাইরুল বাশার।

এর আগে সংসদ সদস্য উপজেলায় পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে

মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বেদ আলী (৫০) নামের এক মাদকসেবীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এ দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বেদ আলী বাওট গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত করিম মণ্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, বেদ আলী নিজ বাড়িতে মাদক সেবন করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে এক পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত বেদ আলীকে তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের বাজার মনিটরিং ও জরিমানা আদায়

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারমূল্য ভোক্তাদের সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আজ মুজিবনগর উপজেলায় বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় সবজি ও মাছের বাজারে খুচরা পর্যায়ে কাঁচকলা, বেগুন, কাঁচা মরিচ, শসা, বেসন, ছোলার ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন,

আদা, লেবু, মাছ, মুরগির মাংস ও খাসির মাংসসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে দোকানিদের ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করা এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিএসটিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে হোটেল বাজার এলাকায় পৃথক মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ধারায় ৪টি পৃথক মামলায় মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানায়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে মুজিবনগর পিকনিক স্পটে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এমএলটি সাইট মুজিবনগরের বৈজ্ঞানিক সহকারী হাসান আলীর সঞ্চালনায় এবং বারাদি, মেহেরপুর সদরস্থ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মতিয়ার রহমানের (প্রকল্প

পরিচালক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে সভাপতি ও প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মানসম্মত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি ও করণীয় বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া হাতে-কলমে দেখানো হয় কীভাবে হাতের মাধ্যমে পেঁয়াজ ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত ও পরিপুষ্ট বীজ উৎপাদন করা যায়।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরের পাঁচ প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালিয়ে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার সকালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী মূল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে আলিফ বস্তা ট্রেডার্স অ্যান্ড চাউল ভান্ডারকে ৫০০ টাকা, কালাম স্টোরকে ৫০০ টাকা এবং জোয়ার্দ্দার স্টোরকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া কসমেটিকসে মূল্য উল্লেখ না থাকা এবং লাইসেন্স ছাড়া গ্যাস

বিক্রির দায়ে ধারা ৩৭ ও ৫২ অনুযায়ী তাসিন কসমেটিকস অ্যান্ড গিফট কর্নারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করায় ধারা ৪২ অনুযায়ী মিজান হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ, মানসম্মত পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য/ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

১ কেজি সজনে ডাঁটার দামে ১ কেজি খাসির মাংস

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরের সবজি বাজারের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে সজনে ডাঁটা। বাজারের সবচেয়ে দামি সবজি এখন দেশি সজনে ডাঁটা।

গ্রীষ্মকালীন এই সবজিটির দাম এতটাই বেশি যে, এক কেজি সজনে ডাঁটার দামে বাজারে মিলছে এক কেজি দেশি জাতের খাসির মাংস।

অর্থাৎ ১ কেজি নতুন সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার টাকা করে। অন্যদিকে ১ কেজি খাসির মাংসও বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার টাকা করে। বর্তমান বাজারে সজনে ডাঁটার দাম অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

জেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজার ঘুরে শুক্রবার দেখা যায়, সেখানে ভারতীয় সজনে ডাঁটা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৭০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। আর দেশি সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ৮০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত। যেখানে বামন্দী বাজারে খাসি-ছাগলের মাংস বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ১০০ টাকা থেকে ১ হাজার ১৮০ টাকা পর্যন্ত।

ক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারে নতুন কোনো সবজি আসলেই ইচ্ছেমতো দাম হাঁকা হয়। তার ওপর রমজান মাস। তাদের দাবি, বাজার মনিটরিং যথাযথভাবে না থাকায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে প্রশাসনের দাবি, বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিয়ত কাজ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তদারকি আরও বাড়ানো হবে।

জেলার বৃহৎ বামন্দী বাজারে অন্যান্য সবজির দাম ছিল কেজিপ্রতি—সজনে ডাঁটা ১৪০ থেকে ৪৮০ টাকা, বেগুন ৭০ থেকে ৮০ টাকা, শসা ৮০ টাকা, পটল ৬০ টাকা, টমেটো ৬০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৪০ টাকা, গাজর ৪০ টাকা, শিম ৩০ থেকে ৪০ টাকা, লাউ প্রতি পিস ৬০ টাকা, পুঁইশাক ৪০ টাকা। খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ১৮০ টাকা, ছাগলের মাংস ১ হাজার টাকা এবং গরুর মাংস ৭৫০ থেকে ৭৮০ টাকা পর্যন্ত।

প্রবাসী আঃ কাদের বলেন, “আমি সৌদি আরব থেকে দেশে ঈদ করতে এসেছি। রমজান মাসে পরিবারের সদস্যরা মাছ-মাংসের চেয়ে সবজি বেশি পছন্দ করে। তাই বাজারে সবজি কিনতে এসেছি। নতুন সবজি হিসেবে আধা কেজি সজনে ডাঁটা কিনলাম। দাম নিয়েছে ৫৮০ টাকা। এত বেশি দামে আগে কখনও সজনে ডাঁটা কিনিনি।”

স্কুল শিক্ষক ফারুক আহমেদ বলেন, “বাজারে নতুন কিছু এলেই দাম হয়ে যায় আকাশচুম্বী। পণ্যের দাম বাড়াতে বা কমাতে কারও অনুমতি লাগে না। নিষেধ করারও কেউ নেই। তা না হলে এক কেজি সজনে ডাঁটার দাম ১ হাজার ১০০ টাকা হয় কীভাবে? অথচ এটি আমাদের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসল।”

সবজি ব্যবসায়ী কাঞ্চন বলেন, “বছরের শুরুতে সবজির দাম কিছুটা বেশি ছিল। এখন রমজান মাস চললেও বেশিরভাগ সবজির দাম তুলনামূলক কম। বাড়তি দাম রয়েছে শসা ও সজনে ডাঁটায়। দেশি সজনে আজ বাজারে প্রথম এসেছে, তাই ১ হাজার ১০০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা করে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “রমজান মাস সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত বাজার মনিটরিং চলছে। প্রয়োজনে তদারকি আরও বাড়ানো হবে। কোনো ব্যবসায়ীকে সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। অতিরিক্ত দাম নিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীর গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামবাসীর উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে কয়েক হাজার মুসল্লি উপস্থিত থেকে দোয়া ও ইফতারে শরিক হন। ইফতারের আগে দেশ ও জাতির কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। ইফতার আয়োজকদের অন্যতম সাজ্জাদ হোসেন পলাশ জানান, এলাকার মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক বন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিবছর এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখা হবে। অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

এনসিপির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরে শিশু পরিবারে ইফতার

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের শিশুদের সঙ্গে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের প্রাঙ্গণে জেলা শাখার উদ্যোগে সেখানে বসবাসরত শিশুদের সঙ্গে আন্তরিক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি মেহেরপুর জেলা

কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, মো. তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব তৌহিদ রবিন, আব্দুস সালাম, মোহা. দারুস সালাম, ইব্রাহিম হোসেন, তাহসিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইফতার মাহফিলে নেতৃবৃন্দ শিশুদের সঙ্গে একই সারিতে বসে ইফতার করেন এবং তাদের পড়াশোনা, দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। শিশুদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তারা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের প্রকৃত শক্তি কেবল নির্বাচনী কার্যক্রমে নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত। বর্ষপূর্তির এই বিশেষ দিনে এতিম ও অসহায় শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানানো হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। শিশুদের মুখে হাসি ও সবার মাঝে একাত্মতার অনুভূতিতে দিনটি হয়ে ওঠে আবেগঘন ও স্মরণীয়।

গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

‘দেশ যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে গাংনীর একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা কমিটির সদস্য মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য

রাখেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক এবং কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন।

এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য আমির হামজা, শামীম আহমেদ আজম, গাংনী উপজেলা কমিটির সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মামুন, যুগ্ম সমন্বয়কারী সবুজ রানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, “আজকের আয়োজন শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের মিলনমেলা।”

ইফতার মাহফিলে জুলাই অভ্যুত্থানের পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে অনুর্বর জমিতে উৎপাদনশীল উদ্ভাবিত বার্লির মাঠ দিবস

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার বারাদীতে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্র এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাড়াদি বিএডিসি খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপ-

প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ, কৃষি বিজ্ঞানী মামুন হোসেন প্রমুখ।

এসময় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী বার্লির নতুন জাতের চাষ পদ্ধতি ও এর সুফল সম্পর্কে জানতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বারি উদ্ভাবিত বার্লির নতুন এই জাতটি খোসামুক্ত গমের মতো, যা অনুর্বর ও লবণাক্ত জমিতেও চাষযোগ্য। স্বাস্থ্যসম্মত ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসমৃদ্ধ এই বার্লি ডায়াবেটিস আক্রান্ত এবং ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত থাকতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি ফসল।

ফসলটি চাষাবাদে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না। আগে হুলযুক্ত খোসার কারণে চাষিরা বার্লি চাষে আগ্রহ হারালেও নতুন উদ্ভাবিত বার্লিতে সেই সমস্যা নেই। ফলে নতুন এ জাতের বার্লি চাষ সম্প্রসারণে গবেষণা কেন্দ্রে বীজ উৎপাদন ও মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

ইতোমধ্যে ফসলের প্রজনন, প্রশিক্ষণ, মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মেহেরপুর এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।